Print: 02.02.25

০৭/০৪/২০২২ইং

গঠনতন্ত্র

IBRAHIMPUR SCHOOL ALUMNI ASSOCIATION (ISAA)

ইব্রাহিমপুর স্কুল অ্যালাম্‌নাই এসোসিয়েশন (ইসা)

স্থাপিত ঃ ১ জানুয়ারী, ২০১০ইং

২

IBRAHIMPUR SCHOOL ALUMNI ASSOCIATION
(ISAA)

ইব্রাহিমপুর স্কুল অ্যালামনাই এসোসিয়েশন (ইসা)

স্থাপিত- ১ জানুয়ারি'২০১০ খ্রি.

গঠনতন্ত্র

গঠনতন্ত্র প্রনয়ণ ও অনুমোদন: ০৯.০৪.২০১০ খ্রি.

প্রথম সংস্করণ: ০৭.০২.২০২৫ খ্রি.

সংকলনে: গঠনতন্ত্র সংস্কার উপ-কমিটি'২০২৪
শব্দবিন্যাস ও অলংকরণে: তপন নন্দী
সম্পাদনায়: মোঃ আতাউর রহমান
সার্বিক ব্যবস্থাপনায়: ইব্রাহিমপুর স্কুল অ্যালামনাই এসোসিয়েশন (ইসা)।
সার্বিক তত্ত্বাবধানে: ড. মোহাম্মদ হায়দার আলী মিয়া

মুদ্রণ সংখ্যা: ১০০০ কপি
মুদ্রণে: শেখ কাউসার উদ্দিন এর সৌজন্যে
নিউ সোসাইটি প্রেস
জিন্দাবাহার ১ম লেন
ঢাকা-১১০০

মুখবন্ধ

ইব্রাহিমপুর ইশ্বরচন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়। ইংরেজী ১৯২৩ সালে মানিকগঞ্জ জেলার (তৎকালীন মহকুমা) হরিরামপুর থানার অন্তর্গত আজিম নগর গ্রামের জমিদার ভাতৃত্রয় বাবু পূর্ণ চন্দ্র চক্রবর্তী, বাবু যোগেশ চন্দ্র চক্রবর্তী ও বাবু যতীশ চন্দ্র চক্রবর্তী এলাকায় শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে তাদের স্বর্গীয় পিতা ঈশ্বরচন্দ্র বক্রবর্তীর নাম অনুসারে যে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেন সেটাই আজ ইব্রাহিমপুর ঈশ্বরচন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয় নামে সুপরিচিত। তৎকালীন সময়ে অত্র এলাকায় কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল না। এই বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত না হলে অত্র এলাকায় বিরাট জনগোষ্ঠির সন্তানদের লেখাপড়া করার কোন সুযোগই সৃষ্টি হতো না। বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণে আমরা পেয়েছি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিজ্ঞানী, ডাক্তার, প্রকৌশলী, শিক্ষাবিদ, বিচারপতি, শিল্পপতি, পেশাজীবী, বুদ্ধিজীবী, ব্যবসায়ী, এক কথায় শিক্ষার আলোয় আলোকিত মানুষ। অত্র এলাকার বিপুল জনগোষ্ঠির মাঝে শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির জন্য যারা এই মহতি উদ্যোগ গ্রহণ করে ইশ্বরচন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়টি স্থাপন করেছিলেন তাঁদের প্রতি আমরা জানাচ্ছি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা।

১৯২৩ সাল থেকে আজ পর্যন্ত যারা এই বিদ্যালয়ে লেখা পড়ার সুযোগ পেয়েছেন তারা সকলেই এই বিদ্যালয়ের ছাত্র। তাদের মধ্যে যারা বর্তমানে লেখাপড়া করছেন তারা বর্তমান ছাত্র, আর যারা বিদ্যালয়ের অধ্যায় শেষ করে এসেছেন তারা প্রাক্তন ছাত্র। আজ যারা ছাত্র হিসেবে আছেন আগামী দিনে তারাই হবেন প্রাক্তন ছাত্র।

প্রাক্তন হলেই বিদ্যালয়ের প্রতি, বিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রতি, এলাকার প্রতি দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় এমনটি মনে করার কোন সুযোগ নাই। বিদ্যালয়ের জীবন শেষ করে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এই দায়িত্ব আরও বহুগুণ বেড়ে যায় বলেই আমাদের বিশ্বাস। এই দায়িত্ব পালন করার জন্য প্রয়োজন প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের সম্মিলিত প্রয়াস। সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য প্রয়োজন সংগঠনের।

এই প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেই ১৯৮৪ সালে প্রাক্তন ছাত্রদের নিয়ে একটি সংগঠন প্রথম আত্মপ্রকাশ করে তার নাম "অণীক"। যে সংগঠনটি স্কুলের প্রাক্তন ছাত্রদের ঐক্যবদ্ধ করতে বিরাট ভূমিকা পালন করে আসছিল। এছাড়াও সংগঠনটি বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক কাজে তাদের অবদানের জন্য বেশ প্রশংসা অর্জন করে। এরপর আরও বেশ কয়েকটি প্রাক্তন ছাত্র সংগঠন জন্ম লাভ করে, যেমন ঃ প্রগতি ছাত্র সংঘ, লাল পান্থ, স্পন্দন'৭৭ যারা মূলত বিভিন্ন ব্যাচের প্রতিনিধিত্ব করে। ইব্রাহিমপুর ইশ্চরচন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়ের স্বর্ণ যুগের উজ্জ্বল নক্ষত্র, প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক জনাব আবদুল মজিদ প্রায়শই বলতেন বিদ্যালয়ের সমস্ত প্রাক্তন ছাত্রকে অণীকের পতাকাতলে একত্রিত করে একটি বিশাল সংগঠন করার কথা। অণীকের গঠনতন্ত্র এবং সংগঠনের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়ায় সেটা সম্ভব হয়নি।

ইব্রাহিমপুর ঈশ্বরচন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়ের বিশাল প্রাক্তন ছাত্র সমাজকে একত্রিত করে একটা সংগঠন করার তাগিদ অনেকের মধ্যেই অনুভূত হয়ে আসছিল। সত্যিকার অর্থে এটা ইব্রাহিমপুর ঈশ্বরচন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়ের সকল প্রাক্তন ছাত্রদের দাবীতে রূপান্তরিত হয়। ১ জানুয়ারী ২০১০ স্পন্দন'৭৭ ব্যাচের অনুষ্ঠানে এসে বিষয়টি আরও গভীরভাবে অনুভূত হয়। ঐ দিনই ঢাকাস্থ রমনা বটমূলে সর্বজন শ্রদ্ধেয় প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক জনাব আবদুল মজিদ-এর সভাপতিত্বে একটি সার্বজনীন প্রাক্তন ছাত্র সংগঠন প্রতিষ্ঠার করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যা ছিল একটি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত।

CamScanner

উক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক জনাব আবদুল মজিদকে আহ্বায়ক এবং ডাঃ এইচ আই লুৎফর রহমান খানকে সদস্য সচিব করে একটি আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়। আহ্বায়ক কমিটির সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে সংগঠনের নামকরণ করা হয় **"ইব্রাহিমপুর স্কুল অ্যালাম্‌নাই এসোসিয়েশন"** যা সংক্ষেপে **"ইসা"** বা **"ISAA"**

ইব্রাহিমপুর স্কুল অ্যালাম্‌নাই এসোসিয়েশন-এর পতাকাতলে সকল প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীকে ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যে কয়েকটি উপ-কমিটি গঠন করে তাদের মধ্যে দায়িত্ব বন্টন করে দেওয়া হয়। উক্ত উপ-কমিটির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে অত্র সংগঠনের গঠনতন্ত্র প্রণয়ন উপ-কমিটি। নিম্নবর্ণিত সদস্যদের নিয়ে গঠনতন্ত্র উপ-কমিটি গঠন করা হয় –

১। জনাব মোঃ এবাদুল ইসলাম	–	চেয়ারম্যান
২। জনাব মোঃ আশরাফ আলী	–	সদস্য সচিব
৩। জনাব মোঃ শামসুর রহমান	–	সদস্য
৪। এ্যাডভোকেট মোঃ আবদুর রশীদ	–	সদস্য
৫। জনাব মোঃ আবদুর রাজ্জাক	–	সদস্য
৬। জনাব কাজী লুৎফর রহমান	–	সদস্য
৭। জনাব আবদুল মোতালেব	–	সদস্য

গঠনতন্ত্র উপ-কমিটির সদস্যবৃন্দ আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক অনেকগুলো সভা করে এবং বিভিন্ন বিশিষ্ট জনদের সাথে মতবিনিময়ের মাধ্যমে ইব্রাহিমপুর স্কুল অ্যালাম্‌নাই এসোসিয়েশন-এর জন্য বাস্তবসম্মত, সহজবোধ্য, যুগোপযোগী এবং আইনানুগ গঠনতন্ত্রের একটি খসড়া প্রণয়ন করে। সংগঠনের এই গঠনতন্ত্রের খসড়া প্রণয়নে উপ-কমিটিকে পরামর্শ প্রদানসহ সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে এই কঠিন কাজটিকে সাফল্যমন্ডিত করেছেন যারা তারা হচ্ছেন আহ্বায়ক শ্রদ্ধেয় প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক জনাব আবদুল মজিদ, সদস্য সচিব ডাঃ এইচ, আই লুৎফর রহমান খান, এ্যাডভোকেট রজিম উদ্দিন আহমেদ প্রমুখ। গঠনতন্ত্র উপ-কমিটির পক্ষে তাদেরকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এই গঠনতন্ত্র আমাদের সকলের প্রিয় এই সংগঠনকে একটি উন্নতমানের সংগঠনে রূপান্তর করতে ও পরিচালনার ক্ষেত্রে দলিল হিসেবে কাজ করবে।

এই খসড়া গঠনতন্ত্র অনুমোদনের জন্য বিগত ০৯/০৪/২০১০ তারিখে ঢাকাস্থ এনবিআর মিলনায়তনে শ্রদ্ধেয় প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক জনাব আব্দুল মজিদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সাধারণ সভায় প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিমার্জনের পর অনুমোদিত হয়। বহু প্রতিক্ষিত এই গঠনতন্ত্র অনুমোদিত হওয়ায় উপ-কমিটি দারুনভাবে আনন্দিত এবং আমাদের দীর্ঘদিনের শ্রম সার্থক হয়েছে বলে আমরা মনে করছি। এই গঠনতন্ত্র প্রণয়ন ও অনুমোদনে যারা সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলকে আমরা ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

স্বাক্ষরিত/-
(মোঃ এবাদুল ইসলাম)
চেয়ারম্যান
গঠনতন্ত্র প্রণয়ন উপ-কমিটি

CamScanner

সংস্কার উপ-কমিটির মুখবন্ধ

ইব্রাহিমপুর স্কুল এলামনাই এসোসিয়েশন (ইসা) এর ২০২৫-২০২৬ মেয়াদের কার্যনির্বাহী কমিটি নির্বাচনের জন্য শ্রদ্ধেয় জনাব মোঃ ইবাদুল ইসলাম-কে প্রধান নির্বাচন কমিশনার করে ০৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়। নির্বাচন কমিশনে অপর দুই কমিশনার ছিলেন জনাব আবুল ফজল দোস্ত মোঃ খান ও জনাব মোঃ আনিসুল ইসলাম। বিজ্ঞ নির্বাচন কমিশন প্রযোজ্য সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে ২২ নভেম্বর'২০২৪ খ্রি. তারিখে ৩৬ সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটি ঘোষণা করেন। বিগত ০৬.১২.২০২৪ খ্রি. তারিখে নতুন মেয়াদের কার্যনির্বাহী কমিটি শপথ গ্রহণের মাধ্যম দায়িত্ব বুঝে নেয়। ২০.১২.২০২৪ খ্রি. তারিখে ২০২৫-২০২৬ মেয়াদের কার্যনির্বাহী কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে সংগঠনের সকল কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালন এবং বাস্তবায়নের জন্য গঠনতন্ত্রের ধারা-২২ মোতাবেক কিছু ধারা/উপ-ধারার পরিমার্জন, সংশোধন, পরিবর্তন, পরিবর্ধনের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে নেতৃবৃন্দ সভাপতির নিকট প্রস্তাব পেশ করেন। এতদবিষয়ে বিশেষ আলোচনা করে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত ০৭ (সাত) সদস্য বিশিষ্ট গঠনতন্ত্র সংস্কার উপ-কমিটি গঠন করা হয়।

১।	জনাব মীর রহুল আমিন (এসএসসি ব্যাচ-১৯৮১)	চেয়ারম্যান
২।	জনাব আবুল ফজল দোস্ত মোহাম্মদ খান (এসএসসি ব্যাচ-১৯৬৮)	সচিব
৩।	জনাব মোঃ ইবাদুল ইসলাম (এসএসসি ব্যাচ-১৯৬৫)	সদস্য
৪।	জনাব আব্দুর রাজ্জাক (এসএসসি ব্যাচ-১৯৭২)	সদস্য
৫।	জনাব মোঃ আনিসুল ইসলাম (এসএসসি ব্যাচ-১৯৭২)	সদস্য
৬।	মোঃ আতাউর রহমান (এসএসসি ব্যাচ-১৯৮১)	সদস্য
৭।	মোঃ আজগর আলী বিশ্বাস (এসএসসি ব্যাচ-১৯৮১)	সদস্য

গঠনতন্ত্র সংস্কার উপ-কমিটির সদস্যবৃন্দ আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক অনেকগুলো সভা, ভার্চুয়াল সভা, পরস্পরের মধ্যে টেলিফোনিক আলোচনা এবং সংগঠনের সিনিয়র, জুনিয়র, বিশিষ্টজনের সাথে মতবিনিময় করেন, পরামর্শ গ্রহন করেন। অত্যান্ত দক্ষ, অভিজ্ঞ উপ-কমিটির দ্বারা প্রণিত একটি প্রাঞ্জল, সহজবোধ্য গঠনতন্ত্রের মৌলিক বিষয়াদি অক্ষুন্ন রেখে বর্তমান সংস্কার উপ-কমিটি গঠনতন্ত্রের কিছু ধারা/উপ-ধারার পরিমার্জন, সংশোধন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন করে একটি খসড়া সংশোধিত গঠনতন্ত্র প্রনয়ণ করে। আমরা আশা করছি এ সংশোধিত গঠনতন্ত্র সংগঠনটি পরিচালনার ক্ষেত্রে সময়ের দাবি পূরণে সক্ষম হবে।

সংশোধিত গঠনতন্ত্র প্রনয়ণে সংগঠনের সম্মানিত সভাপতি জনাব ড. মোহাম্মদ হায়দার আলী মিয়া, জনাব ডা. প্রফেসর এইচ. আই লুৎফর রহমান খান, জনাব ইঞ্জিনিয়ার শামসুর রহমান, জনাব এডভোকেট রমিজ উদ্দিন আহমেদ, জনাব ইঞ্জিনিয়ার দেওয়ান মোহাম্মদ হানজালাসহ অনেকেই পরামর্শ এবং দিকনির্দেশনা দিয়ে সহায়তা করেছেন। গঠনতন্ত্র সংস্কার উপ-কমিটির পক্ষে তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আমরা ইব্রাহিমপুর স্কুল অ্যালামনাই এসোসিয়েশনের স্বপ্নদ্রষ্টা, স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক সর্বজন শ্রদ্ধেয় মরহুম আব্দুল মজিদ স্যারের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

গঠনন্ত্রের এ খসড়া সংস্কার প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য ০৭.০২.২০২৫ খ্রি. তারিখে সংগঠনের সভাপতি জনাব ড. মোহাম্মদ হায়দার আলী মিয়া'র সাভারস্থ বাসভবনে তাঁর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিশেষ সাধারণ সভায় পেশ করা হয় এবং পরিমার্জন, সংশোধন, পরিবর্তন, পরিবর্ধনকৃত খসড়া গঠনতন্ত্র অনুমোদন হয়। সংশোধিত গঠনতন্ত্রটি সংগঠনের সার্বিক কল্যান বয়ে আনতে পারলেই আমরা মনে করবো আমাদের শ্রম সার্থক হয়েছে।
সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা এবং শুভ কামনা।

স্বাক্ষরিত

মীর রুহুল আমিন
চেয়ারম্যান
গঠনতন্ত্র সংস্কার উপ-কমিটি ।

CamScanner

IBRAHIMPUR SCHOOL ALUMNI ASSOCIATION (ISAA)
ইব্রাহিমপুর স্কুল অ্যালামনাই এসোসিয়েশন (ইসা)
গঠনতন্ত্র

ধারা-১: সংগঠনের নাম

IBRAHIMPUR SCHOOL ALUMNI ASSOCIATION (ISAA)

ইব্রাহিমপুর স্কুল অ্যালামনাই এসোসিয়েশন (ইসা)

ধারা-২: কার্যালয়

১৮২/১, পূর্ব তেজতুরী বাজার, ফার্মগেট, ঢাকা সংগঠনের অস্থায়ী কার্যালয় হিসেবে ব্যবহৃত হবে।

ধারা-৩: সংগঠনের কার্যক্ষেত্র

কর্মক্ষেত্র সমগ্র বাংলাদেশ ব্যাপী হবে।

ধারা-৪: সংগঠনের প্রকৃতি ও মনোগ্রাম

ধারা-৪.১ প্রকৃতি

এটি একটি অরাজনৈতিক, শিক্ষা-সাংস্কৃতিক, সেবা ও সমাজকল্যাণমূলক সংগঠন।

৪.২ মনোগ্রাম

এই সংগঠনের একটি মনোগ্রাম থাকবে। এই মনোগ্রাম সংগঠনের প্রতীক চিহ্ন হিসেবে গণ্য হবে।

ধারা-৫: লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

নিম্ন বর্ণিত যে কোন এক বা একাধিক অথবা সার্বিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে এ সংগঠন গঠিত।

৫.১: বিদ্যালয়ের সকল প্রাক্তন ছাত্রদের ঐক্যবদ্ধ করা এবং বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে তাদের কল্যাণে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা।

৫.২: স্কুলের লেখা পড়ার মান উন্নয়ন, ভাল ফলাফলের জন্য যথাসম্ভব সহযোগিতা করা এবং মেধাবী ও গরীব ছাত্র- ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান করার প্রচেষ্টা চালানো।

৫.৩: শিক্ষা, সাংস্কৃতির এবং ধর্মীয় মূল্যবোধের উন্নয়ন ও বিকাশে সহযোগিতা প্রদান করা। এ লক্ষ্যে শিক্ষা উন্নয়নে একটি বৃত্তি ফান্ড গঠন করা এবং কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক অসচ্ছল ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করা।

৫.৪: বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা।

৫.৫: স্কুলের অবকাঠামো গঠনে যথাসম্ভব সহযোগিতা প্রদান করা।

৫.৬: উচ্চ শিক্ষা, চাকুরি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক ক্ষেত্রে সদস্যদের সহযোগিতা প্রদান করা।

৫.৭: বিদ্যালয় ও তৎসংলগ্ন এলাকার জনগণ এবং বাংলাদেশের ভূ-খন্ডের মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন এলাকার সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা।

CamScanner

৫.৮:	শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী ছাত্রদের কল্যাণে কার্যক্রম গ্রহণ করা।

৫.৯। বিশুদ্ধ খাবার পানি এবং পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা।

৬.১০: সংগঠনের সদস্যদের বার্ষিক পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।

৫.১১ সংগঠনের সদস্যদের সমন্বয়ে বার্ষিক বনভোজন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।

৫.১২: প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে যারা জাতীয় বা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন এসব ব্যক্তিদের সম্মাননা প্রদান।

৫.১৩: মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে অত্র স্কুলের কোন প্রাক্তন ছাত্র শহীদ হয়ে থাকলে বা আহত হয়ে থাকলে তাদেরকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান।

৫.১৪: স্কুল ও তৎসংলগ্ন এলাকার যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন, নদী ভাঙ্গন রোধ ও বিদ্যুতায়নের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়া।

৫.১৫: অত্র এলাকার কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৫.১৬: জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবসসমূহ পালনে যথাসম্ভব চেষ্টা করা।

ধারা-৬: সদস্যদের শ্রেণি বিভাগ

৬.১: **আজীবন সদস্য:** স্কুলের প্রাক্তন যে কোন ছাত্র-ছাত্রী সংগঠনের অনুকূলে এককালিন অফেরৎযোগ্য ৫,০০০/-(পাঁচ হাজার) টাকা প্রদান করে সংগঠনের আজীবন সদস্য হতে পারবেন। আজীবন সদস্য ভোটাধিকারসহ সকল অধিকার পাবেন।

৬.২: **বিশেষ আজীবন সদস্য:** স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী যারা স্কুলে শিক্ষকতা করে অবসর গ্রহণ করেছেন তারা সংগঠনের বিশেষ আজীবন সদস্য হবেন এবং সদস্যদের সকল অধিকার পাবেন।

৬.৩.ক: **দাতা সদস্য:** অত্র স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী নন এমন যে কোন ব্যক্তি ন্যূনতম এককালিন ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা প্রদান করে কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদনক্রমে এই সংগঠনের দাতা সদস্য হতে পারবেন। এ ধরনের দাতা সদস্য ভোটাধিকার প্রয়োগের অধিকারী হবেন না। তবে উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হতে পারবেন।
স্কুলের কোন প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী এককালিন ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা অনুদান প্রদান করে দাতা সদস্য হতে পারবেন। এ ধরণের দাতা সদস্যগণ সম্মানিত আজীবন সদস্য হিসেবে গণ্য হবেন এবং তাঁদেরকে আজীবন সদস্য সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে।

৬.৩.খ: **বৃত্তি-দাতা সদস্য:** অত্র স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী অথবা ছাত্র-ছাত্রী নন এমন যে কোন ব্যক্তি ন্যূনতম এককালিন ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা (একক মুল্য) প্রদান করে কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদনক্রমে এই সংগঠনের বৃত্তি-দাতা সদস্য হতে পারবেন। বৃত্তি-দাতা সদস্য তাঁর নিজ নামে বা অন্য যে কোন ব্যক্তির নামে বৃত্তি চালু করতে পারবেন। একাধিক একক মুল্য প্রদান করে একাধিক ব্যক্তির নামে বৃত্তি চালু কিংবা একই নামে একাধিক একক বৃত্তি চালু করতে পারবেন। এ ধরনের বৃত্তি-দাতা সদস্য ভোটাধিকার প্রয়োগের অধিকারী হবেন না। তবে উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হতে পারবেন।

CS CamScanner

৬.৪: **সহযোগী সদস্য :** আজীবন সদস্যের স্বামী/স্ত্রী/পুত্র/কন্যা/পোষ্যগণ আজীবন সদস্যগণের চাঁদার ৫০% টাকা প্রদান করে সহযোগী সদস্য হতে পারবেন। তবে নির্বাহী কমিটির সকল সদস্যের স্ত্রী/স্বামী-কে আজীবন সদস্যগণের চাঁদার ৫০% টাকা প্রদান করে বাধ্যতামূলক সহযোগী সদস্য পদ গ্রহন করতে হবে। আজীবন সদস্যগণের ন্যায় সকল কর্মকান্ডে অংশ নিতে পারবেন কিন্তু ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন না।

ধারা-৭: সদস্য হওয়ার যোগ্যতা

৭.১: ইব্রাহিমপুর ঈশ্বর চন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেছেন এমন যে কোন ছাত্র-ছাত্রী সংগঠনের নিয়মকানুন মেনে অত্র সংগঠনের সদস্য হতে পারবেন।

৭.২: যে কোন প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী-কে নির্ধারিত ফর্মে ২ কপি পাসপোর্ট আকারের ছবিসহ নির্ধারিত চাঁদা প্রদানের সম্মতিসহ সংগঠনের আহ্বায়ক ও সদস্য সচিব/সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের বরাবরে আবেদন করতে হবে।

৭.৩: কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে সদস্যপদ প্রদান করা হবে।

ধারা-৮: সদস্যপদ বাতিলকরণ

কোন সদস্যের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত উপ-ধারার যে কোন একটি প্রযোজ্য হলে তার সদস্যপদ বাতিল বলে গণ্য হবে।

৮.১: সংগঠনের স্বার্থ পরিপন্থী অথবা সংগনের গঠনতন্ত্র বিরোধী কাজ করলে।

৮.২: রাষ্ট্র বিরোধী কোন কাজ করলে।

ধারা-৯: সদস্যপদ পুর্ণর্বহাল

৯.১: যে কারণে সদস্যপদ বাতিল হয়েছে তার উপযুক্ত কারণ দর্শিয়ে সদস্য পদ পুনর্বহাল করতে পারবে।

৯.২: কার্যনির্বাহী কমিটির কোন সদস্য বা উপদেষ্টা পরিষদের কোন সদস্য পদত্যাগ করলে বা সদস্য পদ বাতিল হলে কার্যনির্বাহী কমিটি ১ মাসের মধ্যে শূন্যপদ পূরণ (কো-অপ্ট) করতে পারবে।

৯.৩: কার্যনির্বাহী কমিটির কোন পদ বা উপদেষ্টা পরিষদের কোনো পদ শূন্য হলে সদস্যদের মধ্য হতে কার্যনির্বাহী কমিটি উক্ত সদস্যপদ পূরণ করতে পারবে।

ধারা-১০: সদস্যদের দায়িত্ব ও অধিকার

১০.১: সদস্যগণ সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলীর সাথে পরিপূর্ণভাবে একাত্ম হবেন এবং সংগঠনের সুনাম ও ভাবমূর্তি উন্নত করতে সাহায্য করবেন।

১০.২: প্রত্যেক সদস্য সংগঠনের গঠনতন্ত্র মেনে চলবেন এবং সংগঠনের বা তার সুনামের ক্ষতি হয় এমন কোন কাজ করা হতে বিরত থাকবেন।

১০.৩: **শৃঙ্খলাবিধি:** কোন সদস্য সংগঠনের স্বার্থ অথবা শৃংখলা ভঙ্গ করেছেন এই মর্মে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ কার্যনির্বাহী কমিটির কাছে উত্থাপিত হলে সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক সাধারণ সম্পাদক উক্ত সদস্যকে ১৫ দিন সময় দিয়ে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি

CamScanner

করবেন। ঐ সময়ের মধ্যে উক্ত সদস্য জবাব না দিলে কার্যনির্বাহী কমিটি একতরফাভাবে শৃংখলামূলক পদক্ষেপ নিতে পারবেন। উক্ত সদস্য অভিযোগের বিরুদ্ধে কারণ দর্শালে তাহা কার্যকরী পরিষদের সভায় আলোচিত হবে। উক্ত সদস্যের উত্তর কার্যনির্বাহী কমিটির বিবেচনায় সন্তোষজনক না হলে অভিযোগের গুরুত্বের উপর নির্ভর করে সতর্কীকরণ, সদস্যপদ স্থগিত রাখা, সংগঠন হতে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বহিষ্কার কিংবা আজীবন বহিষ্কারের মতো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হতে পারে।

১০.৪: প্রত্যেক সদস্য বার্ষিক সাধারণ সভায় এবং কার্যনির্বাহী কমিটির আহ্বানে যে কোন সভায় যোগ দিতে পারবেন। কার্যকরী পরিষদের নিকট হতে সংগঠনের কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন এবং গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সকল অধিকার ভোগ করবেন।

১০.৫: প্রত্যেক সদস্য কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত শর্ত পূরণ সাপেক্ষে সংগঠনের প্রকাশিত সকল প্রকাশনা পাবেন এবং সংগঠনের পাঠকক্ষ ও গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে পারবেন।

১০.৬: দাতা ও সহযোগী সদস্য ব্যতীত সকল সদস্য সংগঠনের কার্যনির্বাহী কমিটির যে কোন সদস্যপদে নির্বাচনের বিধি মোতাবেক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও ভোট দানের অধিকারী হবেন। যে কোনো সাধারণ সভায় অংশগ্রহণের ও মতামত প্রকাশের অধিকার প্রত্যেক সদস্যের থাকবে।

ধারা-১১: **উপদেষ্টা**

কার্যনির্বাহী কমিটির পরামর্শদাতা হিসেবে কার্যনির্বাহী কমিটি সংগঠনের সদস্যদের মধ্য থেকে উপদেষ্টামন্ডলী নিয়োগ করবেন। উপদেষ্টাদের সংখ্যা সর্বোচ্চ ২১ জন এবং সর্বনিম্ন ১১ জন হবে। উপদেষ্টাগণ কার্যনির্বাহী কমিটির আহ্বানে সভায় উপস্থিত থেকে পরামর্শ দিতে পারবেন তবে সিদ্ধান্তের ব্যাপারে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন না।

ধারা-১২: **পৃষ্ঠপোষক:** যে কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/সংস্থা কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমতিক্রমে এককালিন ন্যূনতম ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা সংগঠনকে প্রদান করলে তিনি পৃষ্ঠপোষক হতে পারবেন। এছাড়া অত্র স্কুলের কোন প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী উক্ত পরিমাণ অর্থ প্রদান করলে তিনি সংগঠনের পৃষ্ঠপোষক হবেন এবং আজীবন সদস্যের ন্যায় সকল অধিকার ভোগ করবেন।

ধারা-১৩: **সাংগঠনিক কাঠামো ও সভা:**

১৩.১: **সাধারণ সভা:** সংগঠনের সকল ক্ষমতা সাধারণ সভায় নির্ধারিত হবে। কার্যনির্বাহী কমিটির ক্ষমতা, কার্যপরিধি নির্ধারিত হবে সাধারণ সভায় অনুমোদনের মাধ্যমে। বছরে ১ (এক) টি করে সাধারণ সভা/ এজিএম অনুষ্ঠিত হবে। এ সভা কার্যনির্বাহী কমিটির কার্যাবলী তদারকি, হিসাব- নিকাশ, আয়-ব্যয়, বাজেট পর্যালোচনা ও অনুমোদন করবে।

১৩.২: **বিশেষ সাধারণ সভা:** জরুরি প্রয়োজনে কমপক্ষে ০৭ (সাত) দিনের নোটিশে যে কোন সময় ইজিএম/বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে।

১৩.৩: **কার্যনির্বাহী কমিটি:** সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচনের মাধ্যমে ৪৫ সদস্যবিশিষ্ট কার্যনির্বাহী কমিটি নির্বাচিত হবে। সদ্য সমাপ্ত টার্মের সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক পদাধিকার বলে সদস্য মনোনিত হবেন। পদাধিকার বলে মনোনিত সদস্যসহ কার্যনির্বাহী কমিটির সংখ্যা হবে ৪৭ জন। গঠনতন্ত্র মোতাবেক সংগঠনের সমস্ত কার্যাবলী কার্যনির্বাহী কমিটির উপর ন্যস্ত থাকবে। কার্যনির্বাহী কমিটি ৩ (তিন) বৎসর সময়কালের জন্য নির্বাচিত হবে।

১৩.৪: **বৈদেশিক শাখা কমিটি:** যেহেতু স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী দেশের গন্ডি পেরিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে স্বস্ব পেশায় অত্যান্ত সাফল্যের সাথে বিচরণ করছে, সেহেতু সংগঠনের কার্যপরিধি বৃদ্ধি এবং সাফল্যের দিক বিবেচনায় পৃথিবীর যে কোন দেশে স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীর সমন্বয়ে নির্বাহী কমিটির অনুমোদনক্রমে ইসা'র বৈদেশিক শাখা কমিটি গঠন করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে বৈদেশিক শাখা কমিটি নির্বাহী কমিটির নিকট দায়বদ্ধ থাকবে।

CamScanner

১৩.৫: সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, অর্থ সম্পাদক: সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক এবং অর্থ সম্পাদক পদে একই ব্যক্তি পরপর দুই টার্মের বেশি নির্বাচনে অংশগ্রহন করতে পারবেন না বা মনোনিত হবেন না।

নিম্নলিখিত পদের সমন্বয়ে কার্যকরী পরিষদ গঠিত হবে:

১। সভাপতি	১ (এক) জন
২। সিনিয়র সহ-সভাপতি	১ (এক) জন
৩-৫। সহ-সভাপতি	৩ (তিন) জন
৬। সাধারণ সম্পাদক	১ (এক) জন
৭-৯। যুগ্ম সম্পাদক	৩ (তিন) জন
১০-১১। সাংগঠনিক সম্পাদক	২ (দুই) জন
১২। অর্থ সম্পাদক	১ (এক) জন
১৩। দপ্তর ও পাঠাগার সম্পাদক	১ (এক) জন
১৪-১৫। প্রচার সম্পাদক	২ (দুই) জন
১৬। মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক সম্পাদক	১ (এক) জন
১৭। আইন বিষয়ক সম্পাদক	১ (এক) জন
১৮। সাংস্কৃতিক সম্পাদক	১ (এক) জন
১৯।শিক্ষা ও সাহিত্য সম্পাদক	১ (এক) জন
২০। আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক	১ (এক) জন
২১-২২। স্বাস্থ্য সম্পাদক	২ (দুই) জন
২৩। কৃষি ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক	১ (এক) জন
২৪। ত্রাণ ও পুনর্বাসন সম্পাদক	১ (এক) জন
২৫। ক্রীড়া সম্পাদক	১ (এক) জন
২৬। ছাত্র ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক	১ (এক) জন
২৭। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক	১ (এক) জন
২৮-২৯। মহিলা ও শিশু বিষয়ক সম্পাদক	২ (দুই) জন
৩০-৪৫। কার্যনির্বাহী সদস্য	১৬ (ষোল) জন
৪৬-৪৭। পদাধিকার বলে কার্যনির্বাহী সদস্য	২ (দুই) জন
মোট	৪৭ (সাতচল্লিশ) জন

ধারা-১৪: কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা

১৪.১: সভাপতি : সংগঠনের সকল সভায় তিনি সভাপতিত্ব করবেন। তিনি সভা পরিচালনার কাজে পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী হবেন। কার্যকরী পরিষদের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে দুই পক্ষের ভোট প্রদান সমান হলে সভাপতি নিজ ক্ষমতা বলে একটি কাষ্টিং ভোট দিতে পারবেন। গঠনতান্ত্রিক বিষয়ে কোন জটিলতা দেখা দিলে কার্যনির্বাহী কমিটির অধিকাংশ সদস্যের মতামতকে সভাপতি চূড়ান্ত বলে গ্রহণ করবেন।

১৪.২: সিনিয়র সহ-সভাপতি: সভাপতির সকল কাজে তিনি সহযোগিতা করবেন এবং সভাপতির অনুপস্থিতিতে সভাপতির সকল দায়িত্ব পালন করবেন।

CamScanner

১৪.৩: সহ-সভাপতি: সভাপতির সকল কাজে তিনি সহযোগিতা করবেন এবং সভাপতি ও সিনিয়র সহ- সভাপতির অনুপস্থিতিতে সভাপতির সকল দায়িত্ব পালন করবেন। সরাসরি নির্বাচন হলে প্রাপ্ত ভোটের ভিত্তিতে, নির্বাচন না হলে এসএসসি পাশের সন অথবা প্রয়োজনে বয়সের ভিত্তিতে সহ-সভাপতিত্রয়ের পরস্পরের মধ্যে জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ হবে।

১৪.৪: সাধারণ সম্পাদক: সাধারণ সম্পাদক সংগঠনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে "সংঠনের সকল কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে তিনি সভাপতিকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করবেন। জরুরি প্রয়োজনে ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা পর্যন্ত খরচের অনুমতি দিতে পারবেন। অর্থ সম্পাদক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত সকল প্রকার বিল, ভাউচার পরীক্ষাপূর্বক স্বাক্ষর করবেন। সভাপতির অনুমতি সাপেক্ষে তিনি সকল প্রকার সভা আহ্বান করবেন এবং সভার নোটিশ যথাসময়ে বিতরণের ব্যবস্থা করবেন।

১৪.৫: যুগ্ম সম্পাদক: সাধারণ সম্পাদককে সকল কাজে সাহায্য করবেন। সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে তার সকল দায়িত্ব পালন করবেন। প্রয়োজনে সভাপতি কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বসমূহও পালন করবেন। সরাসরি নির্বাচন হলে প্রাপ্ত ভোটের ভিত্তিতে, নির্বাচন না হলে এসএসসি পাশের সন অথবা প্রয়োজনে বয়সের ভিত্তিতে যুগ্ম সম্পাদকত্রয়ের পরস্পরের মধ্যে জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ হবে।

১৪.৬: সাংগঠনিক সম্পাদক: কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে তিনি সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করবেন। সংগঠনের গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করবেন এবং সংগঠনের ভিত মজবুত করার জন্য তিনি যাবতীয় সাংগঠনিক কাজ করবেন। সরাসরি নির্বাচন হলে প্রাপ্ত ভোটের ভিত্তিতে, নির্বাচন না হলে এসএসসি পাশের সন অথবা প্রয়োজনে বয়সের ভিত্তিতে সাংগঠনিক সম্পাদকদ্বয়ের পরস্পরের মধ্যে জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ হবে।

১৪.৭: অর্থ সম্পাদক: সংগঠনের আয়-ব্যয়ের হিসাব এবং ব্যাংকের চেক বই যথাযথভাবে সংরক্ষণ করবেন। সকল প্রকার বিল, ভাউচার প্রস্তুত করে সাধারণ সম্পাদকের স্বাক্ষর গ্রহণ করতঃ কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় অনুমোদনের জন্য পেশ করবেন। তিনি দৈনন্দিন খরচ মেটানোর জন্য ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা পর্যন্ত নগদ তহবিল রাখতে পারবেন এবং প্রয়োজন হলে সাধারণ সম্পাদকের অনুমতি সাপেক্ষে খরচ করতে পারবেন। কার্যনির্বাহী কমিটির পরামর্শ মোতাবেক আয়-ব্যয়ের বাজেট প্রণয়ন ও বাৎসরিক আর্থিক বিবরণী তৈরী করবেন। তিনি অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ে কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্তের আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১৪.৮: দপ্তর ও পাঠাগার সম্পাদক : তিনি সংগঠনের যাবতীয় দাপ্তরিক কাজ এবং পাঠাগারের বই রক্ষণাবেক্ষণসহ পাঠাগারের ব্যবস্থাপনার যাবতীয় কাজ সম্পাদন করবেন। তিনি তার কাজের জন্য সাধারণ সম্পাদকের নিকট দায়ী থাকবেন। সমিতির সকল প্রকার কাগজপত্র, তথ্য, দলিলপত্র এবং বই-এর রেজিস্টার সংরক্ষণ করবেন। তিনি সভাপতি/সাধারণ সম্পাদকের অনুমোদনক্রমে সকল প্রকার নোটিস সার্ভ করবেন।

১৪.৯: প্রচার সম্পাদক : সংগঠনের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য তিনি প্রচার কার্যে তৎপর থাকবেন। তিনি সভার নোটিশ, পোস্টার, লিফলেট ইত্যাদি পত্র-পত্রিকা-বেতার ও টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা করবেন। সরাসরি নির্বাচন হলে প্রাপ্ত ভোটের ভিত্তিতে, নির্বাচন না হলে এসএসসি পাশের সন অথবা প্রয়োজনে বয়সের ভিত্তিতে প্রচার সম্পাদকদ্বয়ের পরস্পরের মধ্যে জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ হবে।

১৪.১০: আইন বিষয়ক সম্পাদক: সংগঠনের সংশ্লিষ্ট যাবতীয় আইন বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। প্রয়োজন বোধে সংগঠনের সদস্যগণকে আইনী পরামর্শ দিবেন।

১৪.১১: সংস্কৃতি সম্পাদক: তিনি বিভিন্ন সময়ে সংগঠনের সকল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করবেন। সদস্যদের চিত্ত-বিনোদনের জন্য বার্ষিক বনভোজনের আয়োজন করবেন।

CS CamScanner

১৪.১২: শিক্ষা ও সাহিত্য সম্পাদক: শিক্ষা ও সাহিত্য ক্ষেত্রের বিকাশ সাধনসহ কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক গৃহীত যাবতীয় শিক্ষা প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। বিভিন্ন সময়ে সংকলন প্রকাশের দায়িত্ব পালন করবেন।

১৪.১৩: আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক: আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক সংগঠনের যে সকল সদস্য দেশের বাইরে অবস্থান করছেন তাদের সাথে সংযোগ রক্ষা করবেন, সদস্যভুক্ত করাবেন এবং বিভিন্ন বিদেশী সংস্থা ও দেশের সাথে সংগঠনের স্বার্থে কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমতিক্রমে যোগাযোগ করবেন।

১৪.১৪: স্বাস্থ্য সম্পাদক: বিদ্যালয় ও তৎসংলগ্ন এলাকার জনগণের স্বাস্থ্য উন্নয়নে প্রকল্প প্রস্তুত করবেন এবং কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে তা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। সংগঠনের যে কোন অনুষ্ঠানে আগত সদস্য/অতিথিদের তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করবেন। সরাসরি নির্বাচন হলে প্রাপ্ত ভোটের ভিত্তিতে, নির্বাচন না হলে এসএসসি পাশের সন অথবা প্রয়োজনে বয়সের ভিত্তিতে স্বাস্থ্য সম্পাদকদ্বয়ের পরস্পরের মধ্যে জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ হবে। সরাসরি নির্বাচন না হলে এ পদে ডাক্তারগণকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

১৪.১৫: ক্রীড়া সম্পাদক: সদস্যদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার খেলাধূলার ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রতিযোগিতার আয়োজন করার পদক্ষেপ গ্রহণ এবং কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদনক্রমে বাস্তবায়ন করবেন।

১৪.১৬: কৃষি ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক: এলাকার কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে এবং পরিবেশ বিপর্যয়ের হাত থেকে এলাকা রক্ষায় জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ ও বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

১৪.১৭: ত্রাণ ও পুনর্বাসন সম্পাদক: অত্র এলাকা বা দেশের যে কোন স্থানে মহামারী ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে সংগঠনের পক্ষ হতে ত্রাণ সামগ্রী সংগ্রহ করে তা দুর্যোগ কবলিত মানুষের মাঝে সুষ্ঠু বণ্টনের ব্যবস্থা করবেন।

১৪.১৮: ছাত্র ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক: সংগঠন কর্তৃক গৃহীত ছাত্র ও সমাজকল্যাণমূলক প্রকল্প প্রস্তুত করবেন এবং কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদনক্রমে উহা বাস্তবায়ন করবেন। ছাত্র বৃত্তি প্রকল্প গ্রহণ ও কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমতি সাপেক্ষে বাস্তবায়ন করবেন।

১৪. ১৯: মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক সম্পাদক: মহান স্বাধীনতা এবং মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরবেন এবং স্কুলের প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে যারা মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহন করেছিলেন তাঁদের তালিকা প্রনয়ণসহ তাঁদের যথাযথ মর্যাদা প্রদানের জন্য যাবতীয় কার্যাদি পালন করবেন। তাছাড়া দেশে উদ্ভুত যে কোন পরিস্থিতিতে দেশ-মাতৃকার সেবায় নিবেদিত প্রাণের যথাযথ মর্যাদা প্রদানের ব্যবস্থা করবেন।

১৪.২০: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক: যুগের সাথে তাল মিলিয়ে আধুনিক ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি ব্যবহার করে সংগঠনের যে কোন তথ্য সংগ্রহ/প্রদানের ক্ষেত্রে সময়োপযোগী ভুমিকা রাখবেন। স্যোসাল মিডিয়ায় সংগঠনের যে কোন প্রচার-প্রচারণায় তিনি প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করবেন। ইসা-কে একটি তথ্যনির্ভর স্মার্ট এসোসিয়েশন হিসেবে গড়ে তোলায় অগ্রণী ভূমিকা রাখবেন।

১৪.২১: মহিলা ও শিশু বিষয়ক সম্পাদক: সংগঠনের আওতাধীন এলাকার মহিলা ও শিশুদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। বিশেষ করে নারী শিক্ষার বিকাশে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ এবং কার্যনির্বাহী কমিটির-এর অনুমোদন সাপেক্ষে বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। সরাসরি নির্বাচন হলে প্রাপ্ত ভোটের ভিত্তিতে, নির্বাচন না হলে এসএসসি পাসের সন অথবা প্রয়োজনে বয়সের ভিত্তিতে মহিলা ও শিশু বিষয়ক সম্পাদকদ্বয়ের পরস্পরের মধ্যে জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ হবে।

১৪.২২: কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য: সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে যে কোন নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সার্বিকভাবে অংশগ্রহণ এবং কার্যনির্বাহী কমিটির প্রতিটি সভায় যোগদান করবেন। এ ছাড়াও সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক অর্পিত যেকোন দায়িত্ব পালন করবেন।

CamScanner

১৪.২৩: উপযুক্ত কারণ ব্যতীত কার্যনির্বাহী কমিটির কোন সদস্য পর পর ৩ (তিন)টি সভায় অনুপস্থিত থাকলে কার্যনির্বাহী পরিষদ তার সদস্যপদ বাতিল করতে পারবে। তবে নির্বাহী কমিটির সদস্যপদ বাতিলের পূর্বে সংশ্লিষ্ট সদস্যকে লিখিত নোটিশ প্রদান করতে হবে।

ধারা-১৫: নির্বাচন

১৫.১: সংগঠনের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন ৩ (তিন) বৎসর অন্তর অনুষ্ঠিত হবে।

১৫.২: সকল আজীবন সদস্য, নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন এবং কার্যনির্বাহী কমিটির যে কোন একটি পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন।

১৫.৩: কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সভাপতি নির্বাচনের ২ মাস পূর্বে সংগঠনের নির্বাচন পরিচালনার জন্য সংগঠনের সদস্যদের মধ্য থেকে যোগ্য একজনকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অপর ২ জনকে নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ করবেন। প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশনারদ্বয় কার্যনির্বাহী কমিটির কোন পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না তবে তারা তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন। নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের যাবতীয় কর্মকান্ড যথা ভোটার তালিকা প্রণয়ন, প্রকাশ, নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা, নির্বাচন পরিচালনা এবং ফলাফল ঘোষণা করবেন।

১৫.৪: নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

১৫.৫: নির্বাচন তফসিল ঘোষণার ১৫ (পনের) দিন পূর্বে সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ভোটার তালিকা প্রকাশ করতে হবে।

১৫.৬: নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করবে।

ধারা-১৬: কার্যনির্বাহী কমিটির ক্ষমতা

১৬.১: সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য নীতি প্রণয়ন ও সম্পাদনের ক্ষমতা এই কমিটির থাকবে।

১৬.২: কার্যনির্বাহী কমিটি সংগঠনের গঠনতন্ত্রের রক্ষণাবেক্ষণকারী বলে পরিগণিত হবে।

১৬.৩: সংগঠন পরিচালনার সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হবে কার্যনির্বাহী কমিটি।

১৬.৪: কার্যনির্বাহী কমিটি বার্ষিক সাধারণ সভা/বিশেষ সাধারণ সভা আহ্বানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

১৬.৫: প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে কার্যনির্বাহী কমিটি শূন্য পদে সর্বাধিক ৯ (নয়)টি পদ পূরণ (কো-অপ্ট) করতে পারবে।

১৬.৬: কার্যনির্বাহী কমিটি সংগঠনের আয়-ব্যয় ও বাৎসরিক বাজেট অনুমোদন করবে।

ধারা-১৭: কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদকাল

১৭.১: কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদকাল হবে দায়িত্ব গ্রহণের দিন থেকে ৩ (তিন) বৎসর। এই সময়ের মধ্যে যদি নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন কমিটি গঠন করা না যায় তবে পরবর্তী ৭ (সাত) দিনের মধ্যে বিশেষ সাধারণ সভা আহ্বান করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

CamScanner

১৭.২: জানুয়ারী থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়কালকে সংগঠনের কার্যকরী বৎসর হিসেবে গণ্য করা হবে।

১৭.৩: কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচনের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে পূর্ববর্তী কার্যনির্বাহী কমিটি নব নির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটির নিকট দায়িত্বভার বুঝিয়ে দেবেন। কোন করণে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পূর্ববর্তী কার্যনির্বাহী কমিটির দায়িত্বভার হস্তান্তরে অপারগ হলে নির্ধারিত সময় উত্তীর্ণের সংগে সংগে নব নির্বাচিত পরিষদের উপর স্বাভাবিকভাবে সংগঠনের

১৭.৪: দায়িত্ব গ্রহণের ১৫ (পনর) দিনের মধ্যে নব নির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটির প্রথম সভা আহ্বান করতে হবে।

১৭.৫: কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদ দায়িত্ব গ্রহণের দিন হতে কার্যকর হবে।

ধারা-১৮: **সভার নিয়মাবলী**

১৮.১: **সাধারণ সভা:** সাধারণ সভা প্রতি এক বছর অন্তর অনুষ্ঠিত হবে। ১৫ (পনের) দিনের নোটিশে এবং এক-চতুর্থাংশ সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম হবে এবং উপস্থিত সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত হবে।

১৮.২: **বিশেষ সাধারণ সভা:** উদ্ভূত পরিস্থিতি/জরুরি প্রয়োজনে ০৭ (সাত) দিনের নোটিশে বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে এবং এক-চতুর্থাংশ সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম হবে এবং উপস্থিত সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত হবে।

১৮.৩: **বিশেষ সভা :** সংগঠনের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট যে কোন জরুরি বিষয়ে ৩ (তিন) দিনের নোটিশে এই সভা আহ্বান করা যাবে।

১৮.৪: **কার্যনির্বাহী কমিটির সভা:** প্রতি ৩ (তিন) মাসে অন্তত একবার সভা অনুষ্ঠিত হবে। এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম হবে। ৭ (সাত) দিন পূর্বে তারিখ, সময়, স্থান, এজেন্ডাসহ অনুষ্ঠিতব্য সভার নোটিশ প্রদান করতে হবে।

১৮.৫: **জরুরি সভা :** বিশেষ জরুরি প্রয়োজনে এজেন্ডা উল্লেখপূর্বক মাত্র ২৪ ঘণ্টার নোটিশে এই সভা আহ্বান করা যাবে। উপস্থিত সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের ভোটে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।

১৮.৬: **তলবী সভা:** সংগঠনের সাধারণ সদস্যের অনুরোধে সভাপতি/ সাধারণ সম্পাদক সভা আহ্বান না করলে আজীবন সদস্যের ১/৩ (এক-তৃতীয়াংশ) সদস্যের স্বাক্ষর সম্বলিত এজেন্ডাসহ তলবী সভা আহ্বানের নোটিশ সভাপতি/ সাধারণ সম্পাদক-এর নিকট জমা দেবে। সভাপতি/ সাধারণ সম্পাদক নোটিশ প্রাপ্তির ১০ দিনের মধ্যে সভা আহ্বান না করলে তলবী সদস্যগণ সভার এজেন্ডা উল্লেখপূর্বক নিজেরাই সভা আহ্বান করবেন। এই সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত সংগঠনের সকল সদস্যেদের অবশ্যই পালনীয় বলে বিবেচিত হবে, তবে সাধারণ সদস্যদের ২/৩ (দুই-তৃতীয়াংশ) সদস্যদের উপস্থিতিতে কোরাম হবে এবং সভাটি সংগঠনের নিজস্ব কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হতে হবে।

১৮.৭: **মুলতবী সভা:** সাধারণ সভা কোরামের অভাবে স্থগিত করলে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে পরবর্তী সভার নোটিশ প্রদান করতে হবে এবং ঐ স্থগিত সাধারণ সভায় যত জন সদস্য উপস্থিত থাকবেন তাদের নিয়েই সভা অনুষ্ঠিত হবে এবং তাদের মতামত/ সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

ধারা-১৯: **আর্থিক ব্যবস্থাপনা**

CS CamScanner

১৯.১: সংগঠনের নামে বাংলাদেশের যে কোন তফসিলী ব্যাংকে সঞ্চয়ী/চলতি হিসাব থাকবে। প্রয়োজনে মেয়াদী আমানত হিসাবও খোলা যাবে।

১৯.২: সংগঠনের ব্যাংক হিসাব সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক (যে কোন একজন) এবং অর্থ-সম্পাদক-এর যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে।

১৯.৩: সংগঠনের আজীবন সদস্যদের নিকট হতে আজীবন সদস্য ফি বাবদ প্রাপ্ত টাকা সংগঠনের স্বাভাবিক কর্মকান্ডে ব্যয় করা যাবে না। আজীবন সদস্যদের নিকট থেকে প্রাপ্ত আজীবন সদস্য ফি বাংলাদেশের যে কোন তফসিলি ব্যাংকে স্থায়ী আমানত/ সরকারি সঞ্চয় পত্রে বিনিয়োগ করতে হবে এবং বিনিয়োগকৃত অর্থ থেকে প্রাপ্ত মুনাফা সংগঠনের কাজে ব্যয় করা যাবে। সংগঠনের সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক (যে কোন একজন) এবং অর্থ সম্পাদক-এর যৌথ স্বাক্ষরে স্থায়ী/ সঞ্চয়পত্র হিসাবটি পরিচালিত হবে।

১৯.৪: সংগঠনের কার্য পরিচালনার জন্য সাধারণ সম্পাদক জরুরি প্রয়োজনে সর্বোচ্চ ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা ব্যয়ের অনুমতি দিতে পারবেন। এরচেয়ে বেশী টাকার প্রয়োজন হলে কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমতির প্রয়োজন হবে।

২০: তহবিল

২০.১ সদস্যদের নিকট হতে প্রাপ্ত চাঁদা, বিশেষ ব্যক্তি, দেশী-বিদেশী সংস্থাসমূহ, ব্যবসা বা কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান, ফাউন্ডেশন এবং যে কোন সরকারি প্রতিষ্ঠান হতে দান/অনুদান গ্রহণ করা যাবে।

২০.২ তহবিল বৃদ্ধিকল্পে যে কোন কর্মসূচি গ্রহণের পূর্বে কার্যনির্বাহী কমিটির পূর্ব অনুমোদন লাগবে।

ধারা-২১:**অডিট**

সংগঠনের সকল প্রকার হিসাব নিরীক্ষার জন্য যে কোন অনুমোদিত চাটার্ড একাউন্ট্যান্ট ফার্ম দ্বারা বা নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের নির্দেশিত ব্যক্তি/ ফার্মের দ্বারা অথবা সাধারণ সভায়/বিশেষ সাধারণ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে মনোনিত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ দ্বারা প্রতি বৎসর নিরীক্ষা করতে হবে।

ধারা-২২: **গঠনতন্ত্র সংশোধন ও সংযোজন**

গঠনতন্ত্রের কোন ধারা বা উপ-ধারা সংশোধন, পরিবর্তন বা সংযোজনের প্রযোজন হলে কোন সদস্য নির্বাহী কমিটির সভা চলাকালে সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদের প্রস্তাবাবলী প্রথমে সংগঠনের সভাপতির নিকট পেশ করবেন। উক্ত প্রস্তাব বা প্রস্তাবাবলী সংগঠনের কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক গৃহীত হলে তা সাধারণ সভায়/বিশেষ সাধারণ সভায় পেশ করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট বিষযে সাধারণ সভায উপস্থিত সদস্যদের ২/৩ (দুই-তৃতীয্যাংশ) সদস্যের অনুমোদনে গৃহীত হবে। চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য তা নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করতে হবে। নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হলেই প্রস্তাবিত সংশোধন/সংযোজন কার্যকর বলে বিবেচিত হবে।

ধারা-২৩

অত্র গঠনতন্ত্রে যা কিছু উল্লেখ থাকুক না কেন সংগঠনটি ১৯৬১ সালের ৪৬ নং অধ্যাদেশের আওতায এবং দেশের প্রচলিত আইনানুযায়ী সকল কার্যাদি পরিচালিত হবে।

CamScanner

ধারা-২৪: **বিলুপ্তি**

যদি কোন কারণে সংগঠনের বিলুপ্তির প্রশ্ন উঠে তবে সাধারণ সভায় ৩/৫ (তিন-পঞ্চমাংশ) সদস্যের অনুমোদনক্রমে এবং সংগঠন-এর সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পদ হতে দায় ও পাওনা পরিশোধের পরে অবশিষ্ট সম্পত্তি কোন সেবামূলক প্রতিষ্ঠান অথবা অত্র বিদ্যালয়ে দান করা যাবে। অথবা সম্পত্তির বিষয়টি নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করলে কর্তৃপক্ষ সেই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন।

ধারা-২৫: ব্যবহৃত শব্দের ব্যাখ্যা

(ক) সংগঠন : সংগঠন বলতে 'ইব্রাহিমপুর স্কুল অ্যালামনাই এসোসিয়েশন' বুঝাবে।
(খ) ISAA: IBRAHIMPUR SCHOOL ALUMNI ASSOCIATION এর ইংরেজী সংক্ষিপ্ত নাম বুঝাবে।
(গ) ইসা: ইব্রাহিমপুর স্কুল অ্যালামাই এসোসিয়েশন-এর বাংলা সংক্ষিপ্ত নাম বুঝাবে।
(ঘ) ছাত্র: ছাত্র বলতে ইব্রাহিমপুর ঈশ্বর চন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেছে এমন যে কোন ছাত্র-ছাত্রীকে বুঝাবে।
(ঙ) সদস্য: সদস্য বলতে অত্র সংগঠনের সদস্যকে বুঝাবে।

(চ) সাধারণ সভা/বিশেষ সাধারণ সভা: সাধারণ সভা/বিশেষ সাধারণ সভা বলতে ইব্রাহিমপুর স্কুল অ্যালামনাই এসোসিয়েশন-এর সকল পর্যায়ের সদস্য সমন্বয়ে সভা বুঝাবে।

(ছ) কার্যনির্বাহী কমিটি: কার্যনির্বাহী কমিটি বলতে ৪৭ সদস্যবিশিষ্ট কমিটিকে বুঝাবে।

(জ) অত্র এলাকা: অত্র এলাকা বলতে ইব্রাহিমপুর ঈশ্বর চন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয় ও তৎসংলগ্ন এলাকা বুঝাবে।
(ঝ) ইব্রাহিমপুর স্কুল: ইব্রাহিমপুর স্কুল বলতে ইব্রাহিমপুর ঈশ্বর চন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয় বুঝাবে।
(ঞ) কার্যালয়: কার্যালয় বলতে ইব্রাহিমপুর স্কুল অ্যালামনাই এসোসিয়েশন-এর কার্যালয় বুঝাবে।
(ট) গঠনতন্ত্র : গঠনতন্ত্র বলতে ইব্রাহিমপুর স্কুল অ্যালামনাই এসোসিয়েশনের গঠনতন্ত্র বুঝাবে।
(ঠ) মনোগ্রাম: মনোগ্রাম বলতে সংগঠনের মনোগ্রাম বুঝাবে।

০৭.০২.২০২৫ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত বিশেষ সাধারণ সভায় (ইজিএম) এই গঠনতন্ত্র সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই গঠনতন্ত্র অনুমোদিত হয়।

ড. মোহাম্মদ হায়দার আলী মিয়া
সভাপতি
ইব্রাহিমপুর স্কুল অ্যালামনাই এসোসিয়েশন (ইসা)
ও
সভার সভাপতি

CS CamScanner